যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৯

১/ বিবিধ

আরবী

من زار قبر أبو يه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا
موضوع

أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 199) وفي " الأوسط " (1 / 84 / 1 ـ من " زوائد المعجمين) ، وعنه الأصبهاني في " الترغيب " (228 / 2) من طريق محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يحيى بن العلاء البجلي عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد
قلت: وهو موضوع: محمد بن النعمان هذا قال في " الميزان " وتبعه في " اللسان ": مجهول، قاله العقيلي، ويحيى متروك
قلت: ويحيى هذا مجمع على ضعفه، وقد كذبه وكيع، وكذا أحمد فقال: كذاب يضع الحديث وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين، وأحاديثه موضوعات
وشيخه عبد الكريم أبي أمية هو ابن أبي المخارق ضعيف أيضا ولكنه لم يتهم، ولذلك لم يصب الحافظ الهيثمي حين أعل الحديث به فقط، فقال (3 / 60) : رواه الطبراني في " الأوسط " و" الصغير "، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
وأما شيخه العراقي، فقد أعله في " تخريج الإحياء " (4 / 418) بما نقلته آنفا عن " الميزان " فأصاب وكذلك أخطأ السيوطي في " اللآليء " حيث قال (2 /234) حيث قال: عبد الكريم ضعيف، ويحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان مجهولان فإن يحيى بن العلاء ليس بالمجهول، بل هو معروف ولكن بالكذب

ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في " القبور " ومن طريقه عبد الغني المقدسي في " السنن " (92 / 2) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معضل
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 209) : سألت أبي عن حديث رواه أبو موسى محمد (بن) المثنى عن محمد بن النعمان أبي النعمان الباهلي عن يحيى بن العلاء عن عمه خالد بن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعق والديه أو أحدهما فيموتان فيأتي قبره كل ليلة؟ قال أبي: هذا إسناد مضطرب، ومتن الحديث منكر جدا كأنه موضوع

বাংলা

৪৯। যে ব্যাক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত করবে, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাঁকে সৎকর্মশীলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীসটি জাল।

তাবারানী হাদীসটি "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ. ১৯৯) এবং "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৮৪/১) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে ইস্পাহানী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (২/২২৮) মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু 'আলা বাজালী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল করীম আবী উমাইয়াহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি বানোয়াট। এ মুহাম্মাদ ইবনু নুমান সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং তার অনুসরণ করে "আল-লিসান" গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেছেনঃ مجهول، قاله العقيلي، ويحيى متروك

উকায়লী বলেনঃ তিনি মজহুল এবং ইয়াহইয়া হচ্ছেন মাতরূক অগ্রহণযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ ইয়াহইয়ার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকে ওয়াকী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমাদ বলেছেনঃ كذاب يضع الحديث তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

ইবনু আদী বলেনঃ তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

তার শাইখ আব্দুল করীম আবু উমাইয়াহ ইবনু আবিল মুখারিকও দুর্বল। তবে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা যায় না। এ কারণে শুধুমাত্র তার (আব্দুল করীম) কথা উল্লেখ করে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে হাফিয হায়সামী সঠিক কাজটি করেননি।

তিনি বলেছেনঃ (৩/৬০) তাবারানী হাদীসটি “মু’জামুস সাগীর" এবং “মু’জামূল কাবীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আব্দুল করীম আবু উমাইয়াহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, তিনি দুর্বল।

ইমাম সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৩৪) বলেছেনঃ عبد الكريم ضعيف، ويحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان مجهولان (আবদুল করীম দুর্বল, ইয়াহইয়া ইবনুল আলা এবং মুহাম্মাদ ইবনু নুমান দু’জনই মাজহুল)। শুধুমাত্র এভাবে কারণ দর্শিয়ে ঠিক করেননি। কারণ ইয়াহইয়া ইবনুল আলা মাজহুল নন বরং তিনি পরিচিত, তবে মিথ্যুক হিসাবে। এছাড়াও হাদীসটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5310

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন